শূন্যের বীণায় বাজুক রুদ্রের সুর

নির্বাচিত ১০০ আলোকচিত্র

মুম রহমান

অন্যপ্রকাশ

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রকাশক : অনার্য পাবলিকেশন্স লি.
১১১, নয়াপল্টন, (৬ষ্ঠ তলা) ঢাকা-১০০০
ই-মেইল : anarjo5271@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.anarjo.com
প্রচ্ছদ : নিখিলেশ রায়
শিল্প নির্দেশনা : মো. মামুন হোসেন
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
ISBN : 978-984-425-051-2
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের বা বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এ শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

মূল্য : ৬০০ টাকা

Nirbachita 100 Photography by Moon Rahman
Published in February 2019
by Anarjo Publications Ltd.
111, Naya Paltan, (5th Floor) Dhaka-1000
MRP : Taka 600.00, US$: 20.00, UK£ 15: 00

সূচিপত্র

১.	বিশ্বের প্রথম ফটোগ্রাফ	১৩
২.	অনেকের মাঝে দুইজন	১৬
৩.	প্রথম আত্মপ্রতিকৃতি	১৮
৪.	একটি পাতা ও একটি আবিষ্কারের কাহিনী	২০
৫.	কিছু অন্ধকার, কিছু বেদনা	২২
৬.	আড়ষ্টতা কেটে গেলো	২৫
৭.	হারানো ক্রিস্টাল ভবন	২৭
৮.	মৃত্যু উপত্যকা	২৯
৯.	গণহত্যার চিত্র	৩১
১০.	প্রথম রঙিন ছবি	৩৩
১১.	চিরন্তন এক আলোকচিত্রকর	৩৬
১২.	সময় থেকে এগিয়ে	৩৮
১৩.	ভারতের আলোকচিত্রকর রাজা দীন দয়াল	৪০
১৪.	এরোটিক আলোকচিত্র	৪২
১৫.	কবিতার রাজার ছবি	৪৪
১৬.	ছিলো ঘোড়া, হয়ে গেল সিনেমা	৪৬
১৭.	পৃথিবীর প্রথম এক্সরে	৪৮
১৮.	মা যখন আলোকচিত্র শিল্পী	৫০
১৯.	বিশুদ্ধ শিল্পকর্ম	৫২
২০.	প্রশ্নটা শ্লীলতার?	৫৪
২১.	চিত্র যখন শিল্প	৫৬
২২.	আলোকচিত্রের রুশ বিপ্লব	৫৮
২৩.	শৈল্পিক বাস্তবতা	৬০
২৪.	সরাসরি আলোকচিত্র চর্চা	৬২
২৫.	দেহবাদ্য	৬৪
২৬.	যোগাযোগের গল্প	৬৭
২৭.	প্রতিবিম্ব আর প্রতিফলন	৬৯
২৮.	ক্যামেরাহীন ছবি	৭২
২৯.	মামুলি আলোকচিত্র	৭৪
৩০.	মরিচের প্রাণ	৭৭
৩১.	গতি আর গভীরতা	৭৯
৩২.	প্যারিসের রাতের রাজা	৮১

(১৮২৬)

বিশ্বের প্রথম ফটোগ্রাফ

View from the Window at Le Gras
Joseph Niépce, (1765-1833)
লা গ্রাঁ'র জানালা থেকে দেখা দৃশ্য, জোসেফ নিয়েপস
দেশ : ফ্রান্স
ধর : স্থাপত্যচিত্র

বার্গেন্ডিতে নিজের বাড়ির জানালা থেকে এই ছবিটি তুলেছিলেন ফরাসি আবিষ্কারক জোসেফ নিসেফর নিয়েপস। আজ আমরা আলোকচিত্রী বা আলোকচিত্র শিল্পী বলতে যা বুঝি তিনি তা ছিলেন না। তবে আলো দিয়ে ছবি আঁকা এবং সেই ছবিকে কাগজে তুলে রাখার প্রথম সফল প্রক্রিয়াটি তাঁরই করা। সোজা বাংলা, ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রের ইতিহাসে এটিই প্রথম সাফল্য। ১৯২৬ (মতান্তরে ১৯২৭) সালে দস্তার একটি পাতে এই ছবিটি তুলে ধরতে তাঁর আটঘণ্টা সময় লেগেছিল।

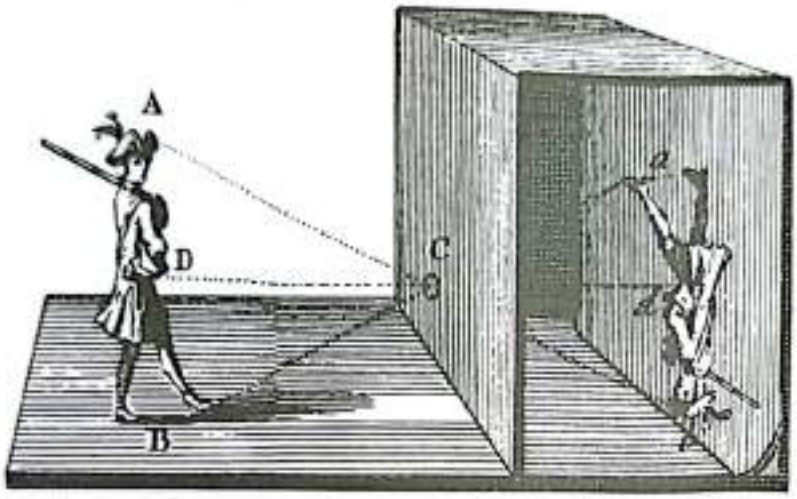

'ক্যামেরা অবসক্যুরা' (camera obscura) বলে একটা ব্যাপার প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। ল্যাটিন ভাষায় ক্যামেরা মানে হলো একটা আবদ্ধ কক্ষ বা স্থান আর অবসক্যুরা মানে হলো অন্ধকার। গ্রামের বাড়িতে গেলে দেখা যায় টিনের চাল বা কুঁড়েঘরের একটা ফুটো দিয়ে তির্যকভাবে আলো আসছে। অন্ধকার কোনো স্থান বা ঘরের ভেতর এই আলো যখন এসে পড়ে সেখানে কোনো পর্দা রাখলে দেখা যাবে পর্দার উপর উল্টোভাবে আলো আসার পথের দৃশ্যটি। ছবিটি দেখলে ব্যাপারটি অনেকটা বোঝা যাবে।

যাহোক ক্যামেরা অবসক্যুরা ধারণার সমন্তরালেই এসেছে পিনহোল (pinhole) ছবির ধারণা। একটি বাক্সের মধ্যে পিনের মতো ছোট একটি ফুটো থাকবে। সেই ফুটো দিয়ে অপর পাশের ছবিটি এসে পড়বে কোনো একটা পর্দায় বা আয়নায়। এই ছবিটির দুটো সমস্যা ছিল, প্রথমত এটি উল্টো দেখা যেত। দ্বিতীয়ত একে সংরক্ষণ করা যেত না।

এইসব সমস্যার সমাধানের পথ ধরেই এলো ক্যামেরা। এই যে প্রতিফলন বা ছায়াটি এসে পড়লো সেটিকে ধরে রাখতে পারলেই তো ছবি তোলা হয়ে যায়। সেই ধরে রাখার জন্যেই দস্তার পাত ব্যবহার করলেন মি. নিয়েপস। নিয়েপসের তোলা আলোকচিত্রটি শিল্পকর্ম হিসেবে যে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ তা